যুগান্তর

03 MAR 2017

প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের ৮ সদস্য গ্রেফতার

লক্ষ্য কোচিং সেন্টারের প্রসার আর টাকা হাতিয়ে নেয়া

যুগান্তর রিপোর্ট

পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কোচিং সেন্টারের শিক্ষকরা স্নাপশটের (স্মার্টফোন লক থাকলেও ছবি তোলার অ্যাপ্লিকেশন) মাধ্যমে তাদের গোপন ফেসবুক গ্রুপে সদস্যদের কাছে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে দিতেন। আর এ কাজে সময় প্রয়োজন হতো মাত্র ১০ মিনিট। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রশ্নপত্র কেন্দ্রগুলোতে পাঠানোর সময় তারা এবং তাদের নিয়োজিত শিক্ষকরা টাকার বিনিময়ে এ অপকর্ম করতেন। এর বাইরে আরও দুটি প্রক্রিয়ায় তারা প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতেন। এর মধ্যে যারা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন এবং যেখান থেকে প্রশ্নপত্র ছাপা হয় (বিজি প্রেস) সেখান থেকেও টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করা হতো প্রশ্নপত্র। কোচিং সেন্টারের প্রসার বাড়াতে এবং মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিতে এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক এসব কাজ করতেন বলে দাবি করেছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) যুগ্ম কমিশনার আবদুল বাতেন।

বৃহস্পতিবার ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের মাধ্যমে সুনাম বৃদ্ধি এবং কোচিং সেন্টারের প্রসার ও অধিক মুনাফার লোভে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে আসছিল জ্ঞানকোষ নামে একটি কোচিং সেন্টার। কমলাপুর শেরেবাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক রফিকুল ইসলাম জ্ঞানকোষ নামে ওই কোচিং সেন্টারটি পরিচালনা করে আসছিলেন।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি দক্ষিণ) একটি দল এসএসসির ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের হোতা রফিকুল ইসলামসহ আট সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার অন্যরা হলেন, তার সহযোগী জহিরুল ইসলাম ওরফে শুভ, লিটন ওরফে আকাশ, রুমন ওরফে মাহির, রাজিব আলী, আরিফুল ইসলাম ওরফে আরিফ, তারিকুজ্জামান হিমেল ওরফে আবির ও অন্তর। সংবাদ সম্মেলনের সময় তাদের সেখানে হাজির করা হয়। গোয়েন্দা কর্মকর্তা আবদুল ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

লক্ষ্য কোচিং সেন্টারের প্রসার আর টাকা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাতেন বলেন, বুধবার দিনে ও রাতের বিভিন্ন সময়ে ঢাকা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও কুষ্টিয়া জেলায় অভিযান চালিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের এসব সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়। ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তা আরও বলেন, ইতোমধ্যে অনুসন্ধান ও গ্রেফতারকৃতদের দেয়া তথ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের তিনটি পর্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের প্রথমটি হচ্ছে প্রশ্নপত্র তৈরিতে সংশ্লিষ্টরা, দ্বিতীয়টি হল— সরকারি প্রকাশনা সংস্থা (বিজি প্রেস) এবং তৃতীয়টি জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নেয়ার পথে বা প্রশ্ন ভাগ করার সময়।

গোয়েন্দা কর্মকর্তা আবদুল বাতেন বলেন, কমলাপুর শেরেবাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক রফিকুল ইসলাম জ্ঞানকোষ নামে একটি কোচিং সেন্টার চালান। তার নেতৃত্বে গ্রেফতারকৃত চক্রটি জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নেয়ার পথে ছবি তুলে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেছে। তারপর ১০ মিনিটের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করে ফাঁসের ঘটনা ঘটিয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা বলেছে, একাধিক ভুয়া নামে ফেসবুক আইডি, ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র হাতে লিখে তারা গ্রুপে পোস্ট দেয়। বিভিন্ন গ্রুপের এডমিন হিসেবে 'এসএসসি কুইশ্যান' দেবে এই মর্মে স্ট্যাটাস দিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে। পরবর্তী সময়ে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিত। আটককৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা প্রশ্নের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মিল পাওয়া গেছে উল্লেখ করে পুলিশ কর্মকর্তা আবদুল বাতেন বলেন, ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে গ্রেফতারদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।